

অক্ষরগুলো আবারো শোকের হয়ে ওঠার আগেই ব্যবস্থা নিন

কাবেরী গায়েন

অবশেষে কেটে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেবার হুমকি দেয়া হলো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হাসান আজিজুল হককে। যারা হুমকি দিয়েছেন তাদের নাম, পরিচয় ছাপা হয়েছে প্রায় সবগুলো দৈনিকের পাতায়। যারা হুমকি দিয়েছেন তাদের অনেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। হাসান আজিজুল হক এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই দর্শনের অধ্যাপক, দীর্ঘদিন এই ক্যাম্পাসে শিক্ষকতা করে মাত্রই অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে গিয়েছেন। আমি আইনের ছাত্র নই কিন্তু দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বুঝতে চাই একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে কেউ কোন ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিতে পারেন কি না, কিংবা একজন ছাত্র একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিলেও তার ছাত্রত্ব বহাল থাকতে পারে কি না, কিংবা যারা এসব হুমকি দিচ্ছেন কেনো তারা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী হত্যার হুমকি প্রদানের অভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্ত হবেননা। এর আগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক জাফর ইকবালকে হুমকি দেয়া হয়েছে জিহ্বা কেটে নেয়ার। কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অধ্যাপক জাফর ইকবালসহ অন্যান্য শিক্ষকদের নিরাপত্তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে আক্রমণ চালানো হয়েছে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ-লেখক অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহার উপরে, কোন প্রতিকার হয়নি, সে যন্ত্রণা তিনি এখনো বয়ে বেড়ান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আআমোসা আরেফিন সিদ্দিককে হুমকি প্রদান, কক্ষ ভাঙুর তো প্রায় নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে।

হুমকি বা আঘাতই শুধু নয়, সম্প্রতি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন বরণ্য অধ্যাপককে খুন হতে দেখেছি। হত্যা করা হয়েছে অধ্যাপক তাহেরকে। অধ্যাপক তাহের হত্যা মামলার অন্যতম আসামীকে বহাল তবয়িতে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধ্যাপক ইউনুস হত্যার কোন সুরাহা আজো হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এদেশের প্রথাবিরোধী সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদকে যারা চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে গেছে বিচার হয়নি তাদেরও। এমনকি নিজেদের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করার পরও। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে বেছে বেছে সেইসব শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীকেই হত্যা করা হয়েছে বা এখনো হুমকি দেয়া হচ্ছে যাঁদের কারণে বাংলাদেশ আজো বাংলাদেশ, যাঁরা সমস্ত প্রতিকূলতা আর অন্ধকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীকে একটি বিজয়ী জাতি হিসেবে দেখতে চান এবং সে লক্ষ্যে কাজ করেন। কবি শামসুর রাহমানকেও একারণেই আক্রান্ত হতে হয়েছিলো। তাহলে কি আমরা ধরেই নেবো যাঁরাই এদেশকে বিজয়ী হিসেবে দেখতে চান আর সেই লক্ষ্যে কাজ করেন যাঁর যাঁর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তাঁদের সবাইকেই একে একে খুন হয়ে যেতে হবে অথবা হুমকির মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্ব শেষ করে যেদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ঢুকেছিলাম সেদিন থেকেই এক গর্ব আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসান আজিজুল হক শিক্ষক আমিও সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াই। সুযোগ হয়েছে বহু মিছিলে-মিটিঙে-সভায় একসাথে দাঁড়ানোর, তর্ক-বিতর্কের সঙ্গী হবার, মায় একমুখে অপেশাদার নাটকে অংশ নেয়ার। হাজারো পাঠকের মতোই আমিও তাঁর গদ্যের গুণমুগ্ধ পাঠক কিন্তু আমি ঠিক নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না আমি তাঁর গল্পের না কি তাঁর বক্তৃতার বেশী অনুরাগী। তাঁর বক্তৃতা হচ্ছে আরেক শুদ্ধ শিল্প যেখানে তাঁর তথ্য, যুক্তি, প্রজ্ঞা, রসবোধ আর বাচনের অপরাধ সমন্বয় বিষয়বস্তুর অজস্র কৌণিক বিন্দুতে আলো ফেলে অথচ ঠিকরে বেরিয়ে আসে ওই বিষয়ের অন্তর্নিহিত আলো যা সাধারণভাবে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। বিষয়বস্তুর বাইরে কোন উস্কানিমূলক বক্তব্য তো দূরে থাক উস্কানিমূলক কোন শব্দ চয়ন করতেও কোনদিন তাঁকে শুনিনি, পরিস্থিতি যতই প্রলুব্ধকর হোক না কেনো, এবিষয়ে স্যারের সংযম ঈর্ষনীয়। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের শেষে তিনি যদি মনে করেন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অসাম্প্রদায়িক হওয়া উচিত এবং সেই বিশ্বাসকে তিনি প্রকাশ করেন তবে কেনো তাঁকে হুমকির মুখে পড়তে হবে? কেনো সেই হুমকির মোকাবেলা করা যাবেনা? দুর্ভাগ্য আমাদের, এই জাতির শিক্ষাব্যবস্থা কী হবে সেটি নির্ধারণের জন্য বরণ্য শিক্ষাবিদদের মতামত নেয়া হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্যের শেষ নেই, মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এদেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর অসাধারণ আন্দোলনের বিপরীতে কামিল-ফাজিলকে সাধারণ শিক্ষার সমকক্ষ করার ইস্যুতে এমনকি প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোরও চোখে পড়ার মতো কোন আন্দোলন গড়ে উঠেছে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ শিক্ষক হিসেবে, অধ্যাপক ইউনুস ও অধ্যাপক তাহের হত্যার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় হাসান আজিজুল হকের উপর আসা এই হুমকিকে কোনভাবেই লঘু করে দেখার কারণ দেখছি না। অধ্যাপক হাসান আজিজুল হককে ক্রমাগতই টেলিফোনে হুমকি দেয়া হচ্ছে, দেয়া হচ্ছে নানা ধরনের ফতোয়া। তিনি থানায় একটি এজাহার দিয়েছেন। গত দুই বছরে অনেক এলিজি লেখা হয়েছে সংবাদপত্রে- অধ্যাপক ইউনুস, অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ, অধ্যাপক তাহের। বিষন্ন, থোকা থোকা শব্দের ব্যবহারে আমাদের অসহায়ত্বই কেবল মূর্ত হয়ে উঠেছে। আবার কোন নতুন শোকগাঁথা লেখার আগে সবাইকে একটু ভাবতে বলি। অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক এবং অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর যারা চড়াও হয়েছেন তাদের নাম-পরিচয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে কাজেই নাম-পরিচয় খুঁজে বেড়ানোর কষ্টও গোয়েন্দা বিভাগকে করতে হবেনা সেভাবে। শোকভারি নতুন কোন অক্ষর লেখার আগেই তাই সরকারের আন্তরিক হস্তক্ষেপ কামনা করি। একই সাথে আমাদের সবার স্বার্থে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধের কোন বিকল্প দেখি না। নতুবা অবস্থাটা যদিকে গড়াচ্ছে কোন মুক্তবুদ্ধির মানুষ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আসতে অগ্রহী হবেন সে ভরসা কম। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত কোন হুমকি বা হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় না। ভরসা আরো কম যে কোন মানুষ দেশের প্রকৃত প্রয়োজনেও কোন কথা বলতে আর সাহসী হবেন। কারণ, সত্য বলার সাহস আর ঘাতকের মৃত্যুর ফতোয়া বয়ে বেড়ানো ক্রমশই সমার্থক হয়ে উঠেছে। শুধু হত্যা আর হুমকির প্রেতন্ত্যের কাছে নতি স্বীকার করে সত্যিই কি একটা স্বাধীন দেশ চলাতে পারে?

এডিনবরা

২৮ আগস্ট, ২০০৬

কাবেরী গায়েন: সহকারী অধ্যাপক (ছুটিতে), গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ই-মেইল: kgayenbd@yahoo.com